37

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 OCT 1994 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩.....

'৯৬ সাল থেকে নির্ধারিত প্রশ্নব্যাংক থাকছে না

দশম শ্রেণীতে না উঠেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সাতক্ষীরা, ৫ অক্টোবর।–অষ্টম ও নবম শ্রেণীর বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাদের নির্ধারিত সময়ের আগেই ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে।

১৯৯৬ সালের পরীক্ষায় নির্ধারিত প্রশ্নব্যাংক না থাকা এবং একই বিষয়ের দুটি ভাগে পৃথকভাবে পাস নম্বর পাবার ঝুকি এড়াতে তারা দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার আগেই এ সুযোগ নিচ্ছে। ফলে সাতক্ষীরা জেলার বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই দুটি শ্রেণীকক্ষ ক্রমেই ছাত্রশূন্য হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী পাস করার তিন বছর পর যে কেউ বহিরাগত প্রার্থী হিসাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জেলা সদরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এ পরীক্ষার আয়োজন করে থাকেন।

জানা গেছে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় গণিত বাদে অবশিষ্ট নয়টি বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে নির্ধারিত ৫০০ নম্বরের প্রশ্নব্যাংক থাকবে। সর্বশেষ এ বছরই প্রতিটি বিষয়ের রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক অংশে প্রথকভাবে পাসের প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা হলে উপস্থিত হয়ে যেকোন ছাত্রছাত্রী রচনামূলকে শূন্য পেয়েও নৈর্ব্যক্তিকে ৩৩ নম্বর পেলে তাকে কৃতকার্য বলে গণ্য করা হবে–এ নিয়ম চালু রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা কম পড়াশুনা করেও এ পদ্ধতিতে কৃতকার্যতার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী।

এদিকে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ১৯৯৬ সাল থেকে প্রথমবারের মত রচনামূলকে ৫০–এর মধ্যে সর্বনিম্ন ১৬ এবং নৈর্ব্যক্তিকে সর্বনিম্ন ২০ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক। সকল স্তরের ছাত্রছাত্রী এ পদ্ধতিকে সহজেই পাসের জন্য অনুকূল বলে মনে করছে না। আর এ জন্যই তারা ঝুকি এড়াবার লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের আগে ১৯৯৫ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে পড়েছে। নিয়মিত হিসাবে এ সুযোগ পাওয়া যাবে না বলেই তারা বহিরাগত হিসাবে প্রার্থী হচ্ছে।

জানা গেছে বর্তমানে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্রছাত্রীর অনেকেই তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে কোন মন্তব্য না করেই সরে পড়ছে। তারা অন্য বিদ্যালয় থেকে উৎকোচের বিনিময়ে অন্তত তিন বছর আগে অষ্টম শ্রেণী পাস এই মর্মে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে। এক শ্রেণীর অসাধু প্রধান শিক্ষক কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের এই দুর্নীতির সুযোগ করে দিচ্ছে। সাতক্ষীরার তিনটি বিদ্যালয় চিহ্নিত হয়েছে। অধ্যয়ন না করলেও সেসব বিদ্যালয় থেকে দেয়া হচ্ছে বিপুল সংখ্যক সার্টিফিকেট। আরও জানা গেছে নবম শ্রেণীতে প্রকৃত অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীরা বেশ আগেই স্ব স্ব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাবোর্ডে নিজেদের নাম নিবন্ধনভুক্ত করিয়েছে। অথচ কেবলমাত্র আগেভাগে পরীক্ষা দেয়ার জন্য তা বাদ দিয়েই নতুন করে ওই সব বিদ্যালয়ের কাছ থেকে নিম্নশ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট নিচ্ছে। এসব ছাত্রছাত্রী তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র জেলা সদরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বোর্ড থেকে নতুন নিবন্ধনপত্র যোগাড়ের কাজ শেষ করছে। সাতক্ষীরা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এভাবে অনেক অপরিপক্ব ছাত্রছাত্রী বহিরাগত হিসাবে এবার পরীক্ষা দেয়ার আয়োজনও সম্পন্ন করেছে।

খোজ নিয়ে জানা গেছে ১৯৯৫–এর পরীক্ষায় অংশ নেয়ার লক্ষ্যে এরই মধ্যে সাতক্ষীরা শহরের পল্লীমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পলাশগোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নবারুন গার্লস হাইস্কুল, এ করিম গার্লস হাইস্কুল, রসুলপুর হাইস্কুল, বাঁকাল হাইস্কুল এবং আলীপুর হাইস্কুল ও তালার কুমিরা গার্লস হাইস্কুল থেকে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী চলে গেছে। তারা বহিরাগত হিসাবে পরীক্ষার আয়োজন করছে। শুধু অসাধু শিক্ষকই নন এক শ্রেণীর অভিভাবকও একাজে তাদের সন্তানদের সহায়তা করছে।

এদিকে অপরিপক্ব ছাত্রছাত্রী নির্ধারিত সময়ের আগেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ নেয়ায় সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। সাতক্ষীরা সদরসহ তালা, আশাশুনি, শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, দেবহাটা ও কলারোয়া থানার প্রায় সব বিদ্যালয়ই এ সংকটে পড়েছে বলে জানা গেছে।

সাতক্ষীরা জেলার শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা বহিরাগত পরীক্ষার বিষয়টি নতুনভাবে বিবেচনা করারও সুপারিশ করেছেন।